একক ১৫ ❐ বর্গীকরণ : গতি প্রকৃতি

গঠন

১৫.১ প্রস্তাবনা

১৫.২ সম্মেলন

১৫.২.১ ডর্কিং সম্মেলন

১৫.২.২ এলসিনোর সম্মেলন

১৫.২.৩ বোম্বাই সম্মেলন

১৫.২.৪ আউগসবুর্ক সম্মেলন

১৫.২.৫ টোরোন্টো সম্মেলন

১৫.২.৬ লন্ডন সম্মেলন

১৫.৩ দ্য ব্রড সিস্টেম অব অর্ডারিং

১৫.৪ সীমিত বিষয়ের বর্গীকরণ পদ্ধতি

১৫.৫ স্বয়ংক্রিয় ইনডেক্স

১৫.৬ অনুশীলনী

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ প্রস্তাবনা

রঙ্গানাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বহু ভাব ও ধারণার জন্মদাতা। কিন্তু বইয়ের বর্গীকরণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুখ্যত তিনটি। রঙ্গানাথনের প্রথম অবদান হল : তিনটি পৃথক কর্মতলের অবতারণা। এই ত্রিতলীয় কর্মপন্থায় গ্রন্থের বর্গীকরণের যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি চরিতার্থ হয়। তাঁর দ্বিতীয় অবদান হল : বিষয়ের প্রতি যুগপৎ বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী চেতনার আলোক প্রক্ষেপ। বর্গীকরণের সময় প্রথমেই গ্রন্থের নাম অথবা বিষয় বিশ্লেষণ করে একক ধারণাগুলিকে গড়ে তুলতে হয়। এবার বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলিকে ফ্যাসেটে নিবদ্ধ করে ফেলা। তারপর ফ্যাসেটের উপাদানগুলির বিন্যাস, ফ্যাসেটক্রম নির্ধারণ। এই মর্মে তিনি নির্ধারণ করলেন তাঁর সুবিখ্যাত ফ্যাসেটসূত্র। রঙ্গানাথনের তৃতীয় অবদান হল : গ্রন্থবিন্যাসে সহায়ক পরম্পরার নীতি নির্ধারণ।

কোলন বর্গীকরণ স্কীমটি হয়তো বহুল প্রচলিত নয়, কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতির উপর এর প্রভাব যা বিস্তৃত হয়েছে তা অসাধারণ। এখনও রঙ্গানাথনের পদ্ধতি বর্গীকরণ গবেষকদের সম্মুখে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো বহুমানিত এবং বিশ্বের আর কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি নব নব আলোকরশ্মি বিকিরণের এমন ক্ষমতা রাখে না। বর্গীকরণ সম্বন্ধীয় গবেষণায় রঙ্গানাথন যে কী পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন তা অকল্পনীয়। 1948-এ লন্ডনের রয়াল সোসাইটির উদ্যোগে 'সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই সুপারিশে 1952-তে ব্রিটেনে সংগঠিত হল 'ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ'। এই বর্গীকরণ গবেষণা সংস্থার তাবৎ বর্গীকরণ ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যাঁর চিন্তাধারা তিনি আর কেউ নন, তিনি কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবক্তা শিয়ালীর রঙ্গানাথন।

১৫.২ সম্মেলন

প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব এক সৌরভ আছে। বর্গীকরণ পদ্ধতির পদযাত্রা চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে—কারখানা থেকে বীক্ষণাগারে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে। কোনো প্রবাহের শেষ নেই। বর্গীকরণের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, জ্ঞানের সমস্ত মহলেই ওই এক অনিঃশেষ প্রবাহের অন্তহীন অন্বেষা। জ্ঞানের মহলে মহলে যতই নবান্নের উৎসব জমে ওঠে ততই বর্গীকরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পড়ে যায় সাড়া। এই সাড়ারই প্রকাশ বর্গীকরণ তত্ত্বের নিত্যনতুন গবেষণা প্রচেষ্টার মধ্যে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যত তৎপরতা ঘনীভূত হয়ে উঠছে ততই আয়োজিত হচ্ছে সম্মেলনের পর সম্মেলন, মহাসম্মেলন। বর্গীকরণ বিশেষজ্ঞরা সেখানে মিলিত হন—পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে নবতর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ছন্দকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন 1995-তে সি.আর.জি. (ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ) থেকে একখানি স্মরণিকা মুদ্রিত হল। তাতে ফ্যাসেট বিন্যস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকৃত হল। কাজেই আয়োজন আর বিলম্বিত হল না। শুরু হল সম্মেলন।

১৫.২.১ ডর্কিং সম্মেলন

লন্ডন শহরের নয় কিলোমিটার দূরেই ডর্কিং। 1957 সালের এক মাহেন্দ্রক্ষণে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হল। দুনিয়ার অনেক লাইব্রেরিয়ান এখানে সম্মিলিত হলেন। বর্গীকরণে সুষম প্রগতিশীল পদ্ধতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শুরু হল চিন্তাভাবনা গবেষণা। পূর্বসূরীদের তৎপরতা থেকে এই তৎপরতার পার্থক্য দুটি দিক থেকে হয়ে উঠল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, বর্গীকরণ পদ্ধতির মৌল স্তরে পরিবর্তন ঘটানোর যে সকল চেষ্টা রঙ্গানাথন ইতিপূর্বেই করেছিলেন ডর্কিং সম্মেলনেই তার মাহাত্ম্য সম্যক অনুধাবিত হল। দ্বিতীয়ত, যুগোপযোগী নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের পথে ব্যবহারিক তৎপরতাকে করা হল সম্প্রসারিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের অন্তিম দিনগুলিতে রঙ্গানাথনের ফ্যাসেট বিন্যস্ত পদ্ধতিকে গণ্য করা হতে লাগল অপরিহার্য বলে। অনেক বিতর্কিত ক্ষেত্রে সহজেই স্থাপিত হল ঐকমত্য, আর গবেষণার ক্ষেত্রও হল সম্প্রসারিত।

১৫.২.২ এলসিনোর সম্মেলন

বর্গীকরণ সম্পর্কিত গবেষকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল, কোপেনহেগেন শহরের এগারো কিলোমিটার দূরে এলসিনোরে 1964-র সেপ্টেম্বরে। বর্গীকরণের আধুনিক সমস্যা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরাই চিন্তাভাবনা করে এসেছেন এ সম্মেলনে তাঁদের এক বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। ষাটের দশকে বর্গীকরণ সম্পর্কিত গবেষণা কোন লক্ষে হবে অভিনিবিষ্ট তা এ সম্মেলনেই নির্ধারিত হয়ে যায়। সম্মেলনে যেসব বিষয় গুরুত্ব লাভ করেছিল সেগুলির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। যেমন, বর্গীকরণের সাধারণ তত্ত্ব, যান্ত্রিক বর্গীকরণ সম্পর্কিত গবেষণা, নির্বাচিত কয়েকটি বিশেষায়িত পদ্ধতি, মূল্যায়নরীতি। সি. আর. জি.-র সুসংবদ্ধ স্তরের তত্ত্বভিত্তিক সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা যে সর্বদা এবং সর্বথা সমস্যা পরিপূরণী নয় সে কথাও এই সম্মেলনেই প্রমাণিত হয়ে গেল। তবে এও প্রতিপন্ন হয়ে গেল যে ডর্কিং-এর পর সাত বছরে বর্গীকরণ পদ্ধতিতে অগ্রগতিই হয়েছে, বিশেষ করে সীমিত বিষয়ের ক্ষেত্রে। আর তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যন্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধি হল নতুন করে।

১৫.২.৩ বোম্বাই সম্মেলন

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1975 সালের জানুয়ারিতে বোম্বাই শহরে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে। সাধারণ আলোচ্য বিষয়টি ছিল 'অর্ডারিং সিস্টেম ফর গ্লোবাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক'। সম্মেলনের সুরটি তিনটি মূল বিষয়ের ক্ষেত্রেই অনুরণিত : বর্গীকরণ ও তথ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ; বর্গীকরণ তত্ত্বের অগ্রগতি এবং বিশ্বজনীন তথ্য সংবহন চক্রে বর্গীকরণের ভূমিকা, তথ্য ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রভাব।

১৫.২.৪ আউগ্‌সবুর্ক সম্মেলন (Augsburg)

জার্মানির আউগস্‌বুর্ক শহর। এখানে 1982-র আটাশে জুন থেকে দোসরা জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ সম্মেলনের সাধারণ বিষয়টি হল 'ইউনিভার্সাল ক্লাসিফিকেশন—সাবজেক্ট অ্যানালিসিস অ্যান্ড অর্ডারিং সিস্টেম'। এখানে ডর্কিং সম্মেলনের পঁচিশ বর্ষপূর্তি উৎসবও পালিত হল। বিগত পঁচিশ বছরে বিজ্ঞানের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিভাগ হিসেবে বর্গীকরণের ক্রম অগ্রগতির ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হল। এই সম্মেলনে আলোচিত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে গুরুত্ব পেল অর্ডারিং সিস্টেমের সর্বজনীনতা, ধারণা পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা, বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা প্রণয়নের ভাষা বা ইনডেক্সিং ল্যাংগুয়েজ। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল মুখ্যত বর্গীকরণের ছয়টি মুখ্য দিক নতুন করে আলোচিত হয়ে উঠল : বর্গীকরণকে স্বীকৃতি দেওয়া হল বিজ্ঞান হিসেবে, বিশ্বজনীন বিষয় হিসেবে, বিশ্বজনীন আন্তর্বিষয়ক ক্ষেত্র হিসেবে। এ ছাড়াও বলা হল বর্গীকরণ সংস্কারমুক্ত কর্মের মুক্তাঙ্গান, নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সর্বোপরি বলা হল যে, বর্গীকরণ ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক এক কর্মকাণ্ড।

১৫.২.৫ টোরোন্টো সম্মেলন

1991 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 24 থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত কানাডার রাজধানী টোরোন্টোর বর্গীকরণ গবেষণা সংক্রান্ত পঞ্চম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দশটি দেশ থেকে মোট 55 জন প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছিলেন। টোরোন্টোর এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'জ্ঞানের উপস্থাপনা ও সংগঠন সংক্রান্ত বর্গীকরণ গবেষণা'। চল্লিশটি গবেষণাপত্র এখানে পঠিত এবং আলোচিত হয়েছিল। এদের বিষয় ছিল মূলত তিন প্রকার : (1) মূলনীতি ও কর্মপন্থা ঘটিত ; (2) বর্গীকরণ—কাঠামো এবং তাতে যুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ; (3) অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুসন্ধান।

১৫.২.৬ লন্ডন সম্মেলন

1997 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 16 থেকে 19 তারিখ পর্যন্ত লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ষষ্ঠ সম্মেলন। লন্ডনের এই সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'নলেজ অর্গানাইজেশন ফর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট'। ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন, সি.আর.জি., ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর নলেজ অর্গানাইজেশন ও অ্যাসলিব (ASLIB) এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এখানে আলোচিত হয়েছিল : (1) তথ্য সংগঠনে বর্গীকরণের ভূমিকা ; (2) বৈদ্যুতিন তথ্য পরিষেবায় বর্গীকরণ গবেষণা ; (3) স্বয়ংক্রিয় বর্গীকরণ ; (4) ডাটা মডেলিং প্রভৃতি বিষয়গুলি।

ছয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে বর্গীকরণ সম্পর্কে কিছু কথা সহজেই ভেবে নেওয়া সম্ভব। আজকের

বর্গীকরণ যে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে এ সম্বন্ধে প্রথমেই জাগে একটি নিঃসংশায়িত ভাব। জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত বিষয়ের গুরুত্বকে সুসমন্বিত করেই একালীন বর্গীকরণের কর্মপ্রবাহ। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বর্গীকরণের উন্নয়ন ঘটেছে বিজ্ঞানের আঙিনায়।

১৫.৩ দ্য ব্রড সিস্টেম অব অর্ডারিং

'ব্রড সিস্টেম অব অর্ডারিং' বর্গীকরণের এক নবতম পদ্ধতি। সংক্ষেপে বি.এস.ও. (BSO) রূপে এর পরিচিতি। তথ্যের বিনিময়ে 'সুইটিং ল্যাংগোয়েজ' হিসেবেই এর স্বীকৃতি। 1978-79 সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এফ আই ডি (FID) এই সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতিটি প্রকাশ করে। সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল ব্যাখ্যামূলক এক সহায়িকা বা ম্যানুয়াল। এটি প্রণয়নের পশ্চাতে তিনজন বর্গীকরণ বিশারদের সম্মিলিত প্রয়াস স্মরণীয়। এঁরা হলেন : এরিক ফোটস, জিওফ্রে লয়েজ ও ডুসান সিমন্ড। বি.এস.ও. পদ্ধতির সম্মুখে তিনটি উদ্দেশ্য : 1. জ্ঞানরাজ্যের একটি বহিস্থ ও প্রশস্ত ধারণার অবতারণা ; 2. সমুদয় তথ্য-সংগঠনের এবং তথ্য-উৎসবের জন্য ইনডেক্স তৈরির উপযোগী ভাষা সংগঠন ; 3. তথ্য বিনিময়ে বিস্তৃত স্তরে ইনডেক্স প্রণয়নের জন্য মধ্যস্থতাকর ভাষা সংগঠন।

১৫.৪ সীমিত বিষয়ের বর্গীকরণ পদ্ধতি

যেসব গ্রন্থাগার বিশেষ কোনো জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গোষ্ঠী বিশেষের সেবার জন্য সংগঠিত, সেখানেই বিশেষ বর্গীকরণ স্কীমটির প্রচলন। যদিও নাম অনুযায়ী এসব গ্রন্থাগার অত সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, শিক্ষাতত্ত্বের গ্রন্থাগারে স্থান পায় দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এবং স্কুলকলেজে পড়ানো হয় যতগুলি বিষয় তার সবগুলি। বিশেষ স্কীমটিতে একটি থাকে কেন্দ্রীয় বিষয়, বাকীগুলি প্রান্তিক বিষয়। যে নামে বিশেষায়িত সে বিষয়টি হল কেন্দ্রীয়। এই বিশেষায়িত বর্গীকরণ স্কীমটি অনুসৃত হতে পারে গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতিতে, বিষয় নির্দেশিকা প্রণয়নে ও সার সংকলনের কাজে এবং বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারগুলির বর্গীকরণের ক্ষেত্রে।

বিশেষায়িত বর্গীকরণ স্কীম আধুনিক গবেষণার এক মুখ্য অবদান। 1876 থেকে 1945 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল সাধারণ বর্গীকরণ স্কীমের স্বর্ণযুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে তেমনি শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সি.আর.জি.-র সদস্যরা কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে পৃথক পৃথক বর্গীকরণ স্কীম সংকলন করতে শুরু করলেন। রঙ্গানাথনও প্রণয়ন করলেন তাঁর 'ডিজাইন অব ডেপথ ক্লাসিফিকেশন মেথোডোলজি' 1964 সালে। ডকুমেন্টশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (DRTC) বাঙ্গালোর বহু বিশেষায়িত স্কীম সংকলন করেছে।

১৫.৫ স্বয়ংক্রিয় ইনডেক্স

কম্পিউটারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ইনডেক্সের সঙ্গেও আমাদের পরিচিতি ঘটেছে। নথির সমস্ত বিষয়বস্তু বা তার সাধারণ কম্পিউটার যন্ত্রের উপযোগী করে তোলার জন্য নতুন করে উপস্থাপনার প্রয়োজন হয়। কাজেই এ অতিশয় ব্যয়বহুল। কম্পিউটার প্রোগ্রামে ইনডেক্সের এন্ট্রি নিরূপিত হয় দুটি পদ্ধতিতে। কিছু

শব্দের পুনরাবৃত্তির পৌনঃপুনিকতার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে নিরূপিত হয় ইনডেক্স-এন্ট্রি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি। এতে কোনো বিশেষ ধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কাজেই বলতেই হয় যে এও নথির বর্গ গঠনের আর এক উপায়।

স্বয়ংক্রিয় বর্গীকরণের গবেষণায় রত কে. পি. জোনস্, রিগবিওফ্রিম্যান 1970-এর দশক থেকেই। প্রকৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগের জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

কম্পিউটারের ব্যবহার তিনটি স্কীমেই অর্থাৎ ডিডিসি, ইউডিসি ও সিসি-তে করা গিয়েছে। ডিডিসি-র একবিংশ সংস্করণ দুইটি ফরমায় উপস্থাপিত : 1. প্রিন্ট এবং 2. ডিউই ফন উইনডো। বিশেষ করে ইন্টারনেটে-ডিডিসি-র উপস্থিতি খুবই আশাপ্রদ।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বর্গীকরণের অপরিহার্যতাই প্রমাণ করে। মৌল অর্থে বর্গীকরণের কথাকে চিন্তা করলে তার কোনো বিকল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথাটিকে অনেকে অতিরঞ্জন বলে মনে করেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটি একটি মৌল সত্যেরই অতিরঞ্জন।

১৫.৬ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ কত সালে সংগঠিত হয় ?

২। এলসিনোর সম্মেলনের সাধারণ বিষয়টি কী ?

৩। বি.এস.ও. পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য কী ?

৪। বিশেষায়িত বর্গীকরণ স্কীমে রঙ্গানাথনের অবদান কী ?

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. BSO–Broad System of Ordering : Schedule and Index. 3rd rev. ed. The Hague. FID, 1978.
2. Chakrabarti, B : Library Classification Theory. Calcutta, World Press, 1994.
3. Ordering system for global information networks, Proceedings of the third international conference on classification research. Bombay, 1975. ed. by A. Neelameghan. FID/CR, 1979.